শৈলেন সরকার নিবেদিত
মোহন বাগানের মেয়ে
পরিচালনা
মানু সেন
সঙ্গীত: হেমন্ত মুখার্জী

শ্রীশৈলেন সরকার নিবেদিত

কালীমাতা প্রোডাকসন্সের অবদান—

মোহনবাগানের মেয়ে

পরিচালনা : মানু সেন, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : সলিল সেন

সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কাহিনী : বহুরূপী

গীত রচনা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহন : মনীশ দাসগুপ্ত। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। প্রচার সচিব : শ্রীপঞ্চানন

শব্দগ্রহণ : জে, ডি, ইরাণী ও অনিল তালুকদার। সঙ্গীত গ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ

আবহসংগীত ও শব্দপুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। শিল্প নির্দেশনা : সুনীল সরকার। প্রধান কর্মসচিব : শিবপদ মিত্র। ব্যবস্থাপনা : নিতাই সরকার ও সুকুমার বোস। পট শিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। স্থিরচিত্র : স্যাঙ্গরিলা। সাজসজ্জা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই। রূপসজ্জা : নিতাই সরকার ও অনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রচার অঙ্কনে : ডিজাইন। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও। প্রধান সহযোগী পরিচালক : বিনু বর্দ্ধন।

কণ্ঠসংগীতে : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, অনুপ ঘোষাল, ছবি ভট্টাচার্য্য

সহকারীবৃন্দ : পরিচালনায় : প্রিয় মুখোপাধ্যায় ও মলয় মিত্র। চিত্রগ্রহণে : কালী ব্যানার্জী ও শংকর গুহ। সম্পাদনায় : রবীন ব্যানার্জী। শিল্পনির্দেশনায় : রবি দত্ত। সংগীতে : সমরেশ রায়। রূপসজ্জায় : অভয়। শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাথ। পুনঃযোজনা : ভোলা সরকার, গোপাল, রবি। ব্যবস্থাপনায় : পঙ্কু সরকার, সুরেন মাকাল। পরিস্ফুটনে : অবনী রায়। আলোক নিয়ন্ত্রনে : হেমন্ত, মনোরঞ্জন, দেবেন, বিনয়, মংরু, সুখরঞ্জন। দৃশ্যপট সংযোজনা : সাবিক মিস্ত্রি, মৃত্যুঞ্জয়, পঙ্কু।

রূপায়নে : রাজশ্রী, দীপংকর, উৎপল, রবি ঘোষ, শোভা সেন, জহর তরুণকুমার, চিনময়, নৃপতি, ধীরাজ, মধুমিতা, রুবী দত্ত, কাবেরী, মিতা, ভবতোষ, (এঃ), বাচ্চু ভট্টাচার্য্য সীতু ঘোষ, জ্যোৎস্না, ভানু, দুলাল রায় চৌধুরী, হেমন্ত, হাসি, শৈলেন গাঙ্গুলী এবং নবাগত সুজয় গুহ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, মোহনবাগান ক্লাব, এরিয়ান্স ক্লাব, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ধীরেন দে, শান্ত মিত্র, চুনী গোস্বামী, পরিমল দে, করুণা ভট্টাচার্য্য, সুভাষ ভৌমিক, সমরেশ চৌধুরী, সীমা স্পোর্টস আশুতোষ সেন, বালিগঞ্জ বয়েজ ক্লাব, যতীন তরফদার, অজয় বসু, প্রমোদ দাসগুপ্ত, ধীরাজ দাস, শম্ভু, প্রসাদ মুখার্জী ও তারা বর্ম্মন। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত। বিশ্ব পরিবেশনায় : জি, এস, ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

২নং জহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩

সদানন্দ পুরুষ মহাদেববাবু। কিন্তু খুব সাবধান। ভুলেও কখনো তার সামনে মোহনবাগানের নিন্দে করবেন না যেন। তা হলে কিন্তু আর রক্ষে নেই। এমন কি নিজের একমাত্র ছেলেকেও তিনি এ ব্যাপারে রেহাই দিতে নারাজ। মুখ খুলেছে কি ব্যস্ অমনি ত্যাজ্য পুত্র। এই নিয়ে দিনের মধ্যে কতবার যে তিনি ছেলে কে ত্যাজ্য পুত্র করে থাকেন স্বয়ং চিত্রগুপ্তের পক্ষে ও বুঝি তার সঠিক হিসেব দেয়া সম্ভব নয়। ঠিক তার বিপরীত হল ছেলে সুবিনয়। ইষ্টবেঙ্গল বলতে সে অজ্ঞান। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড! এত বড় কথা! মোহনবাগানের সঙ্গে কিনা সেদিনের ইষ্টবেঙ্গলের তুলনা! ঘি আর দালদা হল কিনা এক! যা হতভাগা তোকে আমি ত্যাজ্য পুত্র করলাম। ফোড়ন দেয় নাতি বলাই। বলাই নির্দলীয় সদস্য। ইষ্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান তার কাছে দুই সমান। তবেহাঁ, মাঠে একটু গোলমাল হলে বলাই ভারী খুশী। কারণ তার আসল বিজনেসই হল আধলা ইট সাপ্লাই ক'রা। সগর্বেই সে বলে—সাপ্লাই না করলে কামের সময় মাইনসে এত ইট পায় কই? মাঠে তো আর ইটখোলা নাই!

অবাধ্য ছেলে কে সায়েস্তা করার জন্য এবার অস্ত্রপথ ধরলেন মহাদেব বাবু দেখেশুনে একটি মোহনবাগানের মেয়ে ঘরে আনতে হবে। এমন পুত্রবধূ ঘরে আনতে হবে, যে তারই মত মোহনবাগানের সমর্থক। তারপর দেখা যাবে হতভাগার এত দেমাক কোথায় থাকে? কিন্তু কি মুস্কিল! পাত্রীরা সবাই যে দেখছি ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক। নাতি বলাইয়ের চক্রান্তে দেশের যাবতীয় পাত্রী যে রাতারাতি ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক সেজে যাচ্ছে সে কথা তিনি জানবেন কি করে?

কুট্টিমামা সুবিনয়ের মন যে কোথায় বাধা পড়ে আছে সে কথা বলাইয়ের অজানা নয়, তাই চক্রান্ত করে একেবারে আসল জায়গায় নিয়ে সে হাজির করল দাদু মহাদেব বাবুকে। বেচারা মিতা। ইষ্টবেঙ্গলের ঘোরতর সমর্থক হয়ে ও তাকে সাজতে হল মোহনবাগানের মেয়ে। সানন্দে মহাদেববাবু ঘরে তুলে নিলেন পুত্রবধূ মিতাকে।

সেবার লীগ চাম্পিয়ান হল মোহনবাগান। মহাদেববাবু আহ্লাদে আটখানা। হবে না কেন! ঘরে আমার মোহনবাগানের মেয়ে। তাছাড়া নিজে আমি মোহনবাগানের শ্বশুর। শুধু লীগ কেন, শীল্ড ও এবার নেবো। আরো আনন্দের খবর—সংসারে নতুন অতিথি আসছে। সে কি লাফালাফি মহাদেব বাবুর। দাদু-ভাইয়ের নাম রাখবো—চুনী। আমাদের মোহনবাগানের চুনী। কোঁস করে ওঠে ছেলে সুবিনয়—না, ছেলের নাম হবে পরিমল।

কি! এতবড় কথা! তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন মহাদেব বাবু, আমি দাদু-ভাইয়ের নাম চুনী রাখবো। তাতে তোর কি? আমি তোর বাপেরটা খাই, যা হতভাগা, আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র করলাম। কিন্তু কি হ'ল শীল্ড খেলায়? এত সাধের মোহনবাগানের মেয়েরই বা কি হ'ল? চুনী-পরিমলের পরিনতিই বা কি দাঁড়াল? মাপ করবেন। মহাদেববাবুর কড়া নিষেধ। ও সম্বন্ধে আগে থেকে একটি কথা বলেছ কি ব্যস্ অমনি ত্যাজ্য পুত্র॥

সংগীত

(১)

দিন গেছে রাত গেছে সব কিছু পালটেছে,
কলকাতা বদলেছে অনেক ভাবে।
শুধু সনাতনী একটাই এখনো পাবে
সে আমাদের গড়ের মাঠ
সে আমাদের গড়ের মাঠ
(কোরাস) সে আমাদের গড়ের মাঠ
সে আমাদের গড়ের মাঠ
ঐ শোন মনুমেন্ট কত কথা বলছে
চলবে না চলবে না চলবে চলছে,
(কোরাস) চলবে না চলবে না চলছে চলবে
চলছে চলবে চলছে চলবে
কান ফাটা বক্তৃতা শাসনের দক্ষতা
নামটা বদলে শুধু সাজিয়েছে একই
সেই বাক্যির হাট
(কোরাস) সে আমাদের গড়ের মাঠ
সে আমাদের গড়ের মাঠ
কত মন দেয়া নেয়া খেলা চলেছে
ওখানের সবুজ ঘাসে
কত খেলা সুরুতেই থেমেছে
বুক ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাসে
ওই খানে হকি পোলো ক্রিকেটের পাল্লা
হাডু ডুডু কুস্তিতে তোলে কত হল্লা
(কোরাস) হল্লা—হল্লা—হল্লা—হল্লা—হল্লা
—তবু ওই ময়দানে ফুটবলই প্রাণ-আনে
মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গল এই দুটি বীরসম্রাট
এই দুটি বীরসম্রাট।
(কোরাস) সে আমাদের গড়ের মাঠ
সে আমাদের গড়ের মাঠ
গড়ের মাঠ।

—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

মিতা— আরো কাছে এসো এসো না,
দূরে দূরে আর থেকো না।
তুমি কি জান না হৃদয় আমার,
তোমায় দিয়েছি সঁপিয়া ॥
সুবিনয়— হাতে হাত ধরে চলবো,
কানে কানে কিছু বলবো
তুমি যে আমার আমি যে তোমার
শুধু এই কথা বলবো
মিতা— তুমি যে আমার আমি যে তোমার
শুধু এই কথা বলবো
উভয়ে— সবুজ পৃথিবী সবুজ ঘাসের মতন
থাকবো বাঁচিয়া ॥
মিতা— লজ্জা ভয় জানিনা, কোন বাধা মানিনা,
লজ্জা ভয় জানিনা, কোন বাধা মানিনা।
কিছুতো পেলাম কিছুতো দিলাম
আর কেনো কিছু জানিনা ॥
সুবিনয়— কিছুতো পেলাম কিছুতো দিলাম
আর কোন কিছু জানিনা ॥
উভয়ে— প্রাণের খেলায় মেতেছি যখন,
উঠুক এ মন মাতিয়া ॥

—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

উষাবতী— ভাল যদি লেগে থাকে
ভালবেসোওগো প্রিয়
আমার মনের ফুল বাগানে
খুশির হাওয়া বইয়ে দিয়ো
তুমি বাতাস হয়ে চুপি চুপি
কানে কানে কথা ক'য়ো
হৃদয়ের সরসীতে
ধীরে ধীরে দোলা দিয়ো।
কাজল কালো ভোমরা হ'য়ে
ভালবাসার গান শুনিয়ো ॥
তুমি অমন করে থেকে থেকে
চেয়ে চেয়ে দেখ কেন ?
সহেনা যে মরমে গো
কেন তুমি ব্যথা হান
আমার এই চোখের কোনে
ভালবাসার রং লাগিয়ো ॥

—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

বলাই— মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের খেলা হয়েছে
মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের খেলা হয়েছে
দুদলের একদল নয় হেরে গিয়েছে।
খেলাতে হারজিৎ তো আছেই আছে
তাই নিয়ে কেন এত মারামারি দলাদলি।
খেলার মাঠে খেলা হ'ল,
কেউ জিতলো কেউ হেরে গেল,
খেলার শেষে হাত মিলিয়ে
যে যার ঘরে চলে গেল।

এই কুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে
আমরা কেন মরি।
কেন দুর্দ্দিনের এই বাজারে ভাই হাতাহাতি॥
(কোরাস) কী?
আহাহা জড়াজড়ি করি।
আমরা করি দলাদলি
কেউ বাঙ্গাল কেউ ঘটি বলি
মুখের হাসি প্রাণের কথা, দিয়েছি সব জলাঞ্জলি
কেউ চরচাপাটি খাচ্ছি শুধু
ভাঙ্গছি যা সব ছিলো
হায়, চিংড়ি ইলিশ মাছের দাম হয়
বাইশ টাকা কিলো
(কোরাস) কী?
বাইশ টাকা কিলো।

—শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে।
তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে॥
লক্ষ্য শূন্য—লক্ষ্য বাসনা
ছুটেছে গভীর আঁধারে।
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
আকুল গরল পাথারে।
প্রভু বিশ্ব বিপদ হন্তা
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা
তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে এস মোর
মত্ত বাসনা ঘুচায়ে॥

আজ অনল—অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে
আজ বিটপিলতায় জলদের গায়
শশী তারকায় তপনে
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
বসে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাওহে বেদনায় বুঝায়ে॥

—রজনীকান্ত সেন

পরবর্ত্তী আকর্ষণ।

কালীমাতা প্রোডাকসন্সের

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত

সুবর্ণ গোলক

শৈলেশ দে রচিত

বহুপঠিত আলোড়নকারী ঔপন্যাসের দুঃসাহসিক

চিত্ররূপ

যাযাবরী

জি, এস, ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স কর্তৃক ২নং জহরলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা-১৩, থেকে প্রকাশিত।